দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য

আরডিআরএস শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি

নীতিমালা

অক্টোবর ২০২৩

আরডিআরএস শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি নীতিমালা (অক্টোবর ২০২৩)

১. ভূমিকা:

আরডিআরএস বাংলাদেশ জেনেভাভিত্তিক আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থা লুথেরান ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন/ডিপার্টমেন্ট ফর ওয়ার্ল্ড সার্ভিস (LWF/DWS) এর বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রোগ্রাম হিসেবে ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি 'রংপুর-দিনাজপুর রিহেবিলিটেশন সার্ভিস (আরডিআরএস)' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের, বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষকে মানবিক এবং উন্নয়ন সহায়তা (যেমন- ত্রাণ, পুনর্বাসন ইত্যাদি) প্রদানের মাধ্যমে এ সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়।

পরবর্তীতে, ১৯৯৭ সালের ১৬ জুন ট্রাস্ট আইনের অধীনে নিবন্ধিত হয়ে "আরডিআরএস বাংলাদেশ" নামে জাতীয় এনজিও হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে আরডিআরএস বাংলাদেশ "ট্রাস্টি বোর্ড" দ্বারা পরিচালিত একটি জাতীয় মানবিক ও উন্নয়ন সংস্থা। সংস্থার সকল উন্নয়ন ও জরুরি কর্মসূচি পরিচালনা ও সহায়তার জন্য উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি, এই সংস্থার রয়েছে প্রয়োজনীয় বেশ কিছু সুসজ্জিত ইউনিট/বিভাগ। এর মধ্যে অর্থ, হিউম্যান রিসোর্স, প্রশাসনিক, নিরীক্ষা, মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যাল্যুয়েশন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি উন্নয়ন ইউনিট/বিভাগ অন্যতম।

২. দরিদ্র ছাত্রদের সহায়তা করার জন্য আরডিআরএস-এর উদ্যোগ:

আরডিআরএস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে (সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) ৪-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: জনসম্পৃক্ত এবং ন্যায়সঙ্গত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সকলের জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা) মানসম্মত শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণে, শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বাড়ানো এবং শিক্ষার হার বাড়ানোর দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। লক্ষ করা গেছে যে, বাংলাদেশ সরকার এবং এনজিওগুলোর যৌথ সহায়তায় এই অঞ্চলে শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। পাশাপাশি, এটাও লক্ষ করা গেছে যে, বিপুল সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীরা দারিদ্র্য এবং অন্যান্য সামাজিক বাধার কারণে তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে না।

আরডিআরএস বাংলাদেশ দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া চালিয়ে নিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে পূর্ব থেকেই শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে । তাছাড়া, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় আরডিআরএস ২০১৫ সাল থেকে দরিদ্র শিক্ষার্থীদেরকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে। ২০২১ সালে মাইক্রোফাইন্যান্স রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) পরামর্শক্রমে আরডিআরএস দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি দেওয়া শুরু করেছে।

উল্লেখিত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সংস্থার বোর্ড অব ট্রাষ্টীজ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজস্ব অর্থায়নে নতুন নীতিমালার আলোকে **আরডিআরএস শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি** চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৩. বৃত্তি কার্যক্রমের উদ্দেশ্য:

এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো নিম্ন আয়ের পরিবারের যেসব শিক্ষার্থীর স্বপ্ন পূরণের পথে আর্থিক সংকট একটি বাধা, তাদেরকে সহায়তা করা। পাশাপাশি, এই কার্যক্রমের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো একটি শিক্ষিত জাতি গঠনে অবদান রাখা এবং এসডিজি-৪ অর্জনে পরিপূরক ভূমিকা পালন করা।

৪. যারা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন:

ক. সংস্থার কর্ম এলাকার দরিদ্র/অতি দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীগণ।

খ. সংস্থার স্টাফদের মেধাবী সন্তান। এক্ষেত্রে, প্রফেশনাল স্টাফের ক্ষেত্রে গ্রেড I এবং সার্ভিস স্টাফের ক্ষেত্রে গ্রেড I থেকে III পর্যন্ত স্টাফদের মেধাবী সন্তানগণ।

৫. আবেদনের প্রধান মানদণ্ড:

শিক্ষা বৃত্তির জন্য আবেদনকারী/শিক্ষার্থীদের পারিবারিক মাসিক আয় সর্বোচ্চ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত হতে হবে। বৃত্তির জন্য যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তি পাবার যোগ্য হিসেবে চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হবে।

বৃত্তির মানদণ্ড বিচারের সময় আরও কয়েকটি বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষাবৃত্তির জন্য আবেদনকৃত শিক্ষার্থীর আর্থিক চাহিদা, একাডেমিক পারফরম্যান্স, ভৌগোলিক অবস্থান এবং জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য (লিঙ্গ, বয়স ইত্যাদি) বিষয়গুলো এর মধ্যে অন্যতম। শিক্ষার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড অবশ্যই বৃত্তির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক হতে হবে।
এছাড়া, শিক্ষার্থী চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মানদণ্ডসমূহ নিম্নরূপ-

ক. শিক্ষার্থীর জাতীয়তা হবে বাংলাদেশী।

খ. এসএসসি/এইচএসসিতে কমপক্ষে জিপিএ-৪ (৫ এর মধ্যে) পেতে হবে (নারী শিক্ষার্থীরা ৩.৫ পেলেও চলবে) এবং উচ্চশিক্ষা/ডিপ্লোমা শিক্ষা গ্রহণের জন্য যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে এমন।

গ. শিক্ষার্থীকে অবশ্যই যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণকালীন এবং নিয়মিত ছাত্র হতে হবে।

ঘ. যেসব শিক্ষার্থী সরকারী ও বিভিন্ন উৎস থেকে বৃত্তি পায় তাদের ব্যাপারে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কমিটি এই বৃত্তি প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবেন।

ঙ. সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মানসম্মত বেসরকারি কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদেরকে এই বৃত্তি দেওয়া হবে।

চ. নারী শিক্ষার্থীদের জন্য ৬০% কোটা রাখা হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য নারী শিক্ষার্থী না পাওয়া গেলে, পুরুষ শিক্ষার্থীদেরকেও এই বৃত্তি দেওয়া যাবে।

ছ. মেডিকেল, ইঞ্জিয়ারিং, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির মতো উচ্চ শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা, নার্সিং, ধাত্রীবিদ্যা, কৃষি ইত্যাদির মতো ডিপ্লোমা/অন্যান্য কোর্সে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

জ. চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত হলে শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই নিজের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে হবে।

ঝ. বৃত্তির অর্থ শুধুমাত্র শিক্ষার খরচ বহন করার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাবে।

৬. বৃত্তির পরিমাণঃ

শিক্ষার্থীদেরকে নিম্ন ২টি ক্যাটাগরিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে-

ক. উচ্চ শিক্ষার জন্য (মেডিকেল/ইঞ্জিনিয়ারিং/বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি)। মাসিক বৃত্তির পরিমাণ ৪,০০০/- টাকা।

খ. ডিপ্লোমা/অন্যান্য কোর্সের জন্য (কারিগরি/নার্সিং/ধাত্রীবিদ্যা/কৃষি ইত্যাদি)। মাসিক বৃত্তির পরিমাণ ৩,০০০/- টাকা।

এক্ষেত্রে, উচ্চ শিক্ষা এবং ডিপ্লোমা/অন্যান্য কোর্সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপাত হবে **২:৩**। অর্থাৎ, ৫ ভাগের ২ ভাগ হবে উচ্চ শিক্ষার জন্য এবং ৩ ভাগ হবে ডিপ্লোমা/অন্যান্য কোর্সের শিক্ষার জন্য।

৭. বৃত্তির মেয়াদ ও নবায়ন প্রক্রিয়াঃ

ক. এই শিক্ষাবৃত্তি হবে বাৎসরিক নবায়নভিত্তিক। তবে, নবায়ন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে হবে না, বরং যোগ্য শিক্ষার্থীকে প্রতি বছর শিক্ষাবৃত্তির জন্য আবেদন করতে হবে। বৃত্তি ব্যবস্থাপনা কমিটি নবায়নের আবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী বছরের জন্য শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করবে।

খ. নবায়ন আবেদন পর্যালোচনায় কমিটি শিক্ষার্থীদের সেমিস্টারের রেজাল্ট বিবেচনায় নিবেন। প্রতি সেমিস্টারেই শিক্ষার্থীকে রেজাল্ট জমা দিতে হবে।

গ. ত্রৈমাসিকভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বৃত্তির টাকা প্রেরণ করা হবে।

ঘ. একজন শিক্ষার্থীকে কোর্সের মেয়াদ ও ধরন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫ বছরের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হবে।

ঙ. **সর্বোপরি, বৃত্তির সংখ্যা এবং মেয়াদ মূলত তহবিলের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করবে।**

৮. আবেদন প্রক্রিয়াঃ

ক. বৃত্তির জন্য শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই আরডিআরএস প্রদত্ত নির্ধারিত ফর্ম ব্যবহার করে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে **আবেদন ফরম** (সংযুক্তি-০১) জমা দিতে হবে। এই ফর্ম সংস্থা থেকে প্রতি বছর নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করা হবে।

খ. আবেদন ফরম আরডিআরএস-এর ওয়েবসাইট এবং জেলা/উপজেলা/শাখা পর্যায়ের অফিসগুলোতে পাওয়া যাবে; আবেদনকারী শিক্ষার্থী আবেদন ফরম সংগ্রহ করে তা যথাযথভাবে পূরণ করে আবেদন করবেন।

গ. আবেদনকারী শিক্ষার্থীদেরকে তাদের সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ১ (এক) কপি ছবি আরডিআরএস-এর সংশ্লিষ্ট এলাকার শাখা ব্যবস্থাপক/প্রকল্প সমন্বয়কারী/সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজার কর্তৃক সত্যায়ন করে আবেদন ফরমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

ঘ. বৃত্তির আবেদন ফরমের সাথে পূর্ববর্তী শিক্ষার (এসএসসি/এইচএসসি) সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে;

ঙ. আবেদনকারী শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজ নিজ বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে, যা শিক্ষার্থীর উক্ত প্রতিষ্ঠানে পড়ার প্রমাণক হিসাবে কাজ করবে।

চ. আবেদন ফরমটি সঠিকভাবে পূরণ করে আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানা সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ের অফিসগুলোতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী কর্তৃক জমা দিতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পরে কোনো আবেদন ফরম গ্রহণ করা হবে না।

৯. নির্বাচন প্রক্রিয়া:

বৃত্তি একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া। এর বাছাই প্রক্রিয়া বৃত্তি ব্যবস্থাপনা কমিটির (এসএমসি) দ্বারা সম্পন্ন করা হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়া অবশ্যই স্বচ্ছ, নৈতিক এবং নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরিচালিত হবে।

ক. আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই

আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম বৃত্তি ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি) দ্বারা পরিচালিত হবে এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত সনদপত্র অনলাইনে যাচাই করা হবে।

খ. তালিকা সংক্ষিপ্তকরণ

বৃত্তি ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি), নির্বাচনের মানদণ্ডের ভিত্তিতে আবেদনপত্রগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করবে।

গ. র‍্যাঙ্কিং

এসএমসি একটি নির্বাচন ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে, আবেদনপত্রগুলোকে যোগ্যতাক্রম অনুযায়ী সাজাবে। এসএমসি সাজানো আবেদনপত্রগুলোকে একত্রিত করে যথাযথ ডকুমেন্টেশনসহ বৃত্তির জন্য একটি চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত তালিকাও প্রণয়ন করবে।

ঘ. সাক্ষাৎকার

এসএমসি আবেদনকারীদের একটি সাক্ষাৎকার পরিচালনা করবে এবং বৃত্তি গ্রহণের জন্য যোগ্য নির্বাচিতদের একটি তালিকা চূড়ান্ত করবে। সাক্ষাৎকারটি সশরীর উপস্থিতিতে বা অনলাইনে পরিচালিত হতে পারে।

ঙ. বৃত্তি প্রদান

এসএমসি বৃত্তির আবেদনপত্র অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিচালককে চূড়ান্ত তালিকা দেবে। বৃত্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদেরকে লিখিতভাবে জানানো হবে।

১০. বৃত্তি ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি):

৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি **বৃত্তি ব্যবস্থাপনা কমিটি** বৃত্তির সার্বিক কার্যাবলী পরিচালনা করবেন। এসএমসির সদস্যরা নিম্নরূপ-

ক.	ঊর্ধ্বতন পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি)	- চেয়ারপারসন
খ.	পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন)	- সদস্য
গ.	হেড (এগ্রিকালচার এ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ)	- সদস্য
ঘ.	প্রধান (মানবসম্পদ)	- সদস্য
ঙ.	সিনিয়র কোঅর্ডিনেটর (কমিউনিকেশনস্)	- সদস্য

উপরোল্লিখিত ৫ জন সদস্যের মধ্যে যেকোনো ৩ জন উপস্থিত থাকলে কোরাম পূর্ণ হবে। কমিটি প্রতি ত্রৈমাসিকভিত্তিতে সভায় মিলিত হবেন।

১১. হিসাব ব্যবস্থাপনা:

শিক্ষা বৃত্তি পরিচালনার জন্য **আরডিআরএস শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি** নামে আলাদা হিসাব চার্ট থাকবে। এই হিসাব চার্ট থেকে বৃত্তি প্রদানসহ বৃত্তি সংক্রান্ত সকল খরচ বহন করা হবে। হেড অফিসের হিসাব বিভাগ থেকে এই হিসাব পরিচালিত হবে এবং একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা **আরডিআরএস শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি'র** হিসাব সংক্রান্ত সকল তথ্য হালনাগাদ রাখবেন।

১২. মিথ্যা/বিভ্রান্তিকর তথ্য:

যদি কোনো শিক্ষার্থী বা সংশ্লিষ্ট কেউ কোনো মিথ্যা/বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়, তাহলে বৃত্তি দেওয়া বন্ধ করা হবে।

১৩. শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদেয় নথি যা আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে:

১. আবেদনকারীর ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
২. জাতীয় পরিচয়/জন্ম সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৩. স্থায়ী ঠিকানার স্বপক্ষে নাগরিকত্ব সনদের সত্যায়িত কপি।
৪. পূর্ববর্তী শিক্ষাগত সনদপত্রের (এসএসসি/এইচএসসি) সত্যায়িত ফটোকপি।
৫. বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র যা উক্ত প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের প্রমাণক।
৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রদত্ত শিক্ষার্থীর ছবি সংবলিত স্টুডেন্ট আইডি কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি।
৭. অভিভাবক কর্তৃক সন্তানকে উচ্চশিক্ষা প্রদানে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল মর্মে প্রত্যয়নপত্র।

==========

সংযুক্তি-০১

আবেদনকারীর ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।

শিক্ষাবৃত্তির আবেদন ফরম (নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য)

১. শিক্ষার্থীর নাম:

২. শিক্ষার্থীর বর্তমান আইডি নাম্বার (যদি থাকে):

৩. মায়ের নাম:

৪. বাবার নাম:

৫. আবেদনকারীর ফোন নাম্বার:

৬. ইমেইল ঠিকানা:

৭. জন্ম তারিখ:

৮. জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন এর নাম্বার:

৯. পিতা/পরিবারের পেশা:

১০.পরিবারের মাসিক আয়:

১১. পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী: টিক (✓) চিহ্ন দিন: মাতা/ পিতা/ ভাই/ বোন/ চাচা/ মামা/ অন্যান্য

১২. স্থায়ী ঠিকানা:

গ্রাম: ডাকঘর: ইউনিয়ন:

উপজেলা: জেলা: বিভাগ:

১৩.বর্তমান ঠিকানা:

১৪. পূর্বের শিক্ষাগত তথ্য:

পরীক্ষার নাম	বিভাগ/বিষয়	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	রেজাল্ট (জিপিএ)	পাসের সাল

১৫. বর্তমান শিক্ষাগত তথ্য:

অধ্যয়নরত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অধ্যয়নের বিষয়	ভর্তির বছর	কোর্সের ধরণ (সেমিষ্টার/ বাৎসরিক)	কোর্সের মেয়াদ (বছর/সেমিষ্টার)	বর্তমানে কততম বছরে/ সেমিষ্টারে অধ্যয়নরত

শিক্ষার্থী কি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান/উৎস থেকে কোনো বৃত্তি পাচ্ছেন? হ্যাঁ ☐ না ☐

যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান/উৎস থেকে বৃত্তি পাচ্ছেন তা উল্লেখ করুন:

ঘোষণা

আমি আরডিআরএস-এর শিক্ষাবৃত্তির জন্য আবেদন করছি। শিক্ষাবৃত্তির আবেদনের জন্য আমার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা রয়েছে। উপরে উল্লেখিত তথ্য সঠিক এবং জ্ঞানত সর্বোচ্চ সম্পূর্ণ। আমি স্বীকার করছি যে, ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য জমা দেওয়ার কারণে যেকোনো পর্যায়ে বৃত্তি না দেওয়া বা বন্ধ করা হতে পারে। আমার আবেদনের ব্যাপারে প্রয়োজনে আমি আরডিআরএসকে আরো তথ্য দিতে বাধ্য থাকবো।

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর: তারিখ:

অভিভাবকের স্বাক্ষর: তারিখ:

সংযুক্তি :

১. আবেদনকারীর ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
২. জাতীয় পরিচয়/জন্ম সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৩. স্থায়ী ঠিকানার স্বপক্ষে নাগরিকত্ব সনদের সত্যায়িত কপি।
৪. পূর্ববর্তী শিক্ষাগত সনদপত্রের (এসএসসি/এইচএসসি) সত্যায়িত ফটোকপি।
৫. বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র যা উক্ত প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের প্রমাণক।
৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রদত্ত শিক্ষার্থীর ছবি সংবলিত স্টুডেন্ট আইডি কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি।
৭. অভিভাবক কর্তৃক সন্তানকে উচ্চশিক্ষা প্রদানে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল মর্মে প্রত্যয়নপত্র।

সংযুক্তি-০২

শিক্ষাবৃত্তি নবায়নের আবেদন ফরম

১. শিক্ষার্থীর নাম ঃ

২. শিক্ষার্থীর বর্তমান আইডি নাম্বার (যদি থাকে) ঃ

৩. মায়ের নাম ঃ

৪. পিতার নাম ঃ

৫. আবেদনকারীর ফোন নাম্বার ঃ

৬. ইমেইল ঠিকানা ঃ

৭. পিতা/পরিবারের পেশা ঃ

৮. পরিবারের মাসিক আয় ঃ

৯. পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী: টিক (✓) চিহ্ন দিন: মাতা/ পিতা/ ভাই/ বোন/ চাচা/ মামা/ অন্যান্য

১০. বর্তমান ঠিকানা ঃ

১১. বর্তমান শিক্ষাগত তথ্য ঃ

অধ্যয়নরত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অধ্যয়নের বিষয়	ভর্তির বছর	কোর্সের ধরণ (সেমিষ্টার/ বাৎসরিক)	কোর্সের মেয়াদ (বছর/সেমিষ্টার)	বর্তমানে কততম বছরে/ সেমিষ্টারে অধ্যয়নরত

১২. গত বছরের (..... সাল) রেজাল্ট ঃ

১ম কোয়ার্টার (জানুয়ারী-মার্চ)		২য় কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন)		৩য় কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর)		৪র্থ কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	
প্রাপ্ত জিপিএ/পয়েন্ট	মোট জিপিএ/পয়েন্ট	প্রাপ্ত জিপিএ/পয়েন্ট	মোট জিপিএ/পয়েন্ট	প্রাপ্ত জিপিএ/পয়েন্ট	মোট জিপিএ/পয়েন্ট	প্রাপ্ত জিপিএ/পয়েন্ট	মোট জিপিএ/পয়েন্ট

১৩. শিক্ষার্থী অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান/উৎস থেকে কোনো বৃত্তি পাচ্ছেন কিনা ? হ্যাঁ ☐ না ☐

যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান/উৎস থেকে বৃত্তি পাচ্ছেন তা উল্লেখ করুন:

১৪. আরডিআরএস-এ শিক্ষাবৃত্তির জন্য নির্বাচিত/ভর্তির ১ম বছর ঃ

ঘোষণা

আমি আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ..... বছরের নবায়নের জন্য আবেদন করছি। উপরে উল্লেখিত সকল তথ্য সঠিক ও সম্পূর্ণ সত্য। আমি স্বীকার করছি যে, ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদানের কারণে যেকোনো পর্যায়ে আমার বৃত্তি না দেওয়া বা বন্ধ করা হতে পারে। প্রয়োজনে আমি আরডিআরএসকে আরো তথ্য দিতে বাধ্য থাকবো।

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ

অভিভাবকের স্বাক্ষর ঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/ বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ

মোবাইল নং ঃ

তারিখ ঃ

.....

আরডিআরএস অফিস কর্তৃক পূরণীয়

..... সালের জন্য শিক্ষাবৃত্তির আবেদন নবায়ন করা করা যেতে পারে।

প্রস্তাবকারী ঃ সুপারিশকারী ঃ অনুমোদনকারী ঃ

আরডিআরএস বাংলাদেশ

'আরডিআরএস শিক্ষাবৃত্তি' সংক্রান্ত বিষয়ে জেলাভিত্তিক যোগাযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মোবাইল নাম্বার

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কর্মস্থল	আওতাধীন জেলাসমূহ	মোবাইল নাম্বার
০১	মো: রেজাউল করিম	সি: আরএম	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম	০১৭৩০-৩২৮০৬২
০২	গোলজার হোসেন	আরএম (উদয়ন)	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	০১৭৩০-৩২৮০৬৭
০৩	আমিনুর ইসলাম	আরএম (উদয়ন)	নীলফামারী	নীলফামারী	০১৭৩০-৩২৮০৯৬
০৪	মো: আতিয়ার রহমান	আরএম (উদয়ন)	পঞ্চগড়	পঞ্চগড়	০১৭৩০-৩২৮১০১
০৫	মো: মনিরুল ইসলাম	আরএম (উদয়ন)	দিনাজপুর	দিনাজপুর	০১৭৩০-৩২৮০৫৯
০৬	রোজিনা বেগম	আরএম (উদয়ন)	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট	০১৭৩০-৩২৮০৬১
০৭	মো: আব্দুল গফুর	আরএম (উদয়ন)	রংপুর	রংপুর, গাইবান্ধা	০১৭৩০-৩২৮৩৯৬
০৮	মো: আনিসুর রহমান	আরএম (উদয়ন)	রৌমারী	জামালপুর, শেরপুর	০১৭৩০-৩২৮০৬০
০৯	মলয় কুমার গোশ্বামী	আরএম (উদয়ন)	নওগাঁ	নওগাঁ, জয়পুরহাট, নাটোর	০১৭৩০-৩২৮০৪৭
১০	আজহারুল ইসলাম	আরএম (উদয়ন)	বগুড়া	বগুড়া	০১৭৩০-৩২৮০৫৪
১১	মো: আব্দুল গনি	আরএম (উদয়ন)	নরসিংদি	নরসিংদি, কিশোরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ	০১৭৩০-৩২৮১৩৭
১২	মোঃ আখতারুল ইসলাম	আরএম (উদয়ন)	গাজিপুর	গাজিপুর	০১৭১৬-৯১২০৫৪
১৩	মাহবুর রহমান তালুকদার	আরএম (উদয়ন)	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, ব্রাম্মনবাড়িয়া	০১৭৩০-৩২৮০৬৬
১৪	মো: মাঈদুল ইসলাম	আরএম (উদয়ন)	যশোর	যশোর, ঝিনাইদহ, খুলনা	০১৭৩০-৩২৮১৭৬
১৫	মো: খোরশেদ আলম	আরএম (উদয়ন)	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর	০১৭৩০-৩২৮২০৯
১৬	মো: আলিমুজ্জামান	আরএম (উন্নতি)	আশুলিয়া	ঢাকা	০১৭৩০-৩২৮১২৮